নারীরা কি "পুরুষের গৌরব"? ১ম করিন্থীয় ১১:৭

হ্যাঁ, এবং এছাড়াও নারীরা আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব! এমন কোন ভুল ধারনায় পড়বেন না যে নারীকুল-ই পুরুষের একমাত্র গৌরব। এটি পুরোটাই একটি ছোট অব্যয় "ডি" এর অন্তর্গত। ১ম করিন্থীয় ১১:৭ আয়াতে, পৌল বলেছেন:

"মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ আল্লাহ্‌ পুরুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছিলেন আর পুরুষের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশ পায়; কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে পুরুষের গৌরব প্রকাশ পায়।"

মূল শব্দ

δε = de (ডি)

এছাড়াও, এবং, কিন্তু, অধিকন্তু, এখন

পৌল জানতেন শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছে যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী।

শুধুমাত্র পয়দায়েশ ১: ২৭ আয়তই যে পরিষ্কারভাবে এ বিবৃতি দেয়না যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী, পৌলও বলেছেন যে ভাই এবং বোনেরা ঈসার সাদৃশ্যে পরিণত হবে।(কলসীয় ৩: ৯-১০)। একই প্রতিমূর্তিতে পরিণত হওয়াই হলো উভয়ের সৃষ্টির উৎস ও নিয়তি!

ডি অব্যয়টি কেবলমাত্র একটি প্রতি তুলনা নয়।

পৌল-কি এই অংশে নারীদের কোন তুলনা বা কমতি দেখাতে চেয়েছেন? তিনি-কি শেখাতে চেয়েছেন যে পুরুষ-ই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি ও গৌরব, কিন্তু নারীরা শুধুমাত্র পুরুষেরই গৌরব? মোটেই নয়! ছোট অব্যয় "ডি" তুলনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং অনুবাদিত হতে পারে "কিন্তু হিসেবে"। কিন্তু "ডি" ধারাবাহিক কালামেও ব্যবহৃত হতে পারে, এবং অনুবাদিত হতে পারে "এবং, অধিকন্তু, উপরন্তু" হিসেবে। এটি নিজের জন্য পরীক্ষা করে দেখুন এই অর্থে পৌল বলেছেন যে, শুধুমাত্র পুরুষেরাই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি এবং গৌরব নয়, **একজন নারীও সেইরূপ, সেইসাথে সে পুরুষেরও গৌরব!** পৌলের সময়ে, এই চিন্তাধারাটি করিন্থীয় সংস্কৃতিতে আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল যেহেতু তারা স্ত্রীদের-কে "গৌরব" হিসেবে সম্মানিত করতো না। পৌল নারীদেরকে দ্বিগুন রহমত করেছেন!

আরো দুটি আয়াত পড়ে, আমরা আরেকটি সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি খুঁজে পেয়েছি।

১ম করিন্থীয় ১১: ৮-৯ আয়াত বলে:

"পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসে নি কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নি কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে।"

মূল শব্দ

διά = dia (ডায়া)

জন্য

পৌল এখানে আল্লাহ্‌র নারীকে সৃষ্টি করার কারন ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১১:৮ আয়াতে সহজভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাটি বলে যে প্রথম নারী প্রথম পুরুষ থেকে এসেছে। ১১:৯ আয়াতে পৌল দেখাচ্ছিলেন না যে নারীরা পুরুষের তৃপ্তি, অধিকার অথবা ব্যবহারের জন্য তৈরীকৃত হয়েছে। না!

আবারো বলি, এটি একটি ছোট গ্রীক শব্দ "ডায়া" থেকে এসেছে যার বিভিন্ন ধরনের অর্থ রয়েছে। অনলাইন লিংকটি পরীক্ষা করুন করুন ডায়া শব্দটির যে অর্থটি সবচেয়ে বেশি অর্থ বহন করে সেটি হল "জন্যে" অথবা "কারণে"। এটি কেন? প্রথম মানুষের একাকিত্বের "জন্য", নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার একাকিত্ব দূর করার "জন্য", নারীকে তৈরী করা হয়েছিল। ডায়া অন্য অর্থও বহন করে "মধ্য দিয়ে", এবং আবারো, প্রথম নারী তৈরী হয়েছিল প্রথম পুরুষের "মধ্য দিয়ে", এবং তদ্বিপরীত নয়।

পদান্বয়ী অব্যয় ডায়া দেখায় যে নারীই নিঃসঙ্গ পুরুষকে উদ্ধার করেছিল!

উপসংহার

১ম করিন্থীয় ১১:৭০৯ আয়াতে সহজ উত্তরগুলি আছে যেখানে পুরুষের প্রাধান্য দেখোনোর কিছুর চাহিদা রয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে তৈরী; আপনি সেটি জানেন, এবং পৌলও জানতেন। ডি অর্থ প্রকাশ করতে পারে "এছাড়াও" হিসেবে। ডায়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে "জন্য" হিসেবে। এই পদান্বয়ী অধ্যয়গুলো বুঝলে যেকোনো বিভ্রান্তি দূর হবে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্‌** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে বলতে পারি?